পর্তুগালে নেওয়ার প্রলোভনে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা, গাংনী সীমান্তে দুই যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতিকালে দুই যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বাংলাদেশি এক দালাল ভারত হয়ে পর্তুগালে নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের সীমান্ত পার হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন আটক ব্যক্তিরা।

বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) দুপুরে গাংনীর ধলা সীমান্তের ধলা মাঠ এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)।

আটক ব্যক্তিরা হলেন নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার ঘোষবাগ গ্রামের মো. আলমগীর হোসেনের ছেলে এমরান হোসেন (২৩) এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চর কাকড়া গ্রামের সামছুল হকের ছেলে রেজাউল করিম (২৭)।

বিজিবি জানায়, ধলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৩৫/৭-এস থেকে প্রায় ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়মিত টহল পরিচালনার সময় তাঁদের আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা জানান, বাংলাদেশি এক অজ্ঞাতনামা দালাল ভারত হয়ে পর্তুগালে পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার জন্য নিয়ে আসেন। পরে অন্য এক দালালের কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ধলা মাঠে রেখে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যান।

এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি বাংলাদেশি পাসপোর্ট, ৮ হাজার ৫০ ভারতীয় রুপি, ৪ হাজার বাংলাদেশি টাকা, দুটি মোবাইল ফোন, একটি পাওয়ার ব্যাংক ও একটি হাতঘড়ি জব্দ করা হয়।

আটক দুই যুবককে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় সোপর্দ করেছে বিজিবি। পাশাপাশি এ ঘটনায় জড়িত দালালচক্রের সন্ধানে অনুসন্ধান চলছে।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল

রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মানবপাচার প্রতিরোধে বিজিবির নিয়মিত টহল, গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে মেহেরপুর জেলা বিএনপি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ৫০ শয্যাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা বিএনপি। শুক্রবার (৬ নভেম্বর) সকালে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

পরিদর্শনকালে হাসপাতালের রোগীদের জন্য সরবরাহ করা খাবারের মান, শৌচাগারের পরিবেশসহ বিভিন্ন সেবার মান যাচাই করেন বিএনপি নেতারা। এ সময় ভর্তি রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের চিকিৎসাসেবা, ওষুধপ্রাপ্তি ও নানা সমস্যার কথা শোনেন তাঁরা। হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ ও চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নে রোগী এবং হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন নেতারা।

পরে হাসপাতালের বিভিন্ন স্থান, আঙিনা ও আশপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। হাসপাতালকে পরিচ্ছন্ন ও রোগীবান্ধব পরিবেশে গড়ে তুলতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তাঁরা।

কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওসার আলী, বামুন্দী বিএনপির সভাপতি রাশেদুল হক সোহাগসহ বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

পরিদর্শন শেষে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় দেশের প্রতিটি জেলা ও এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, পরিদর্শনকালে রোগীরা ঠিকমতো ওষুধ পাচ্ছেন কি না, খাবারের মান কেমন এবং চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, সেসব বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা ও ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হয়েছে। হাসপাতালের যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী দুই মাসের মধ্যে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

এ ধরনের পরিদর্শন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের মাধ্যমে হাসপাতালের পরিবেশ উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের চিকিৎসাসেবার মান বাড়াতে ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন বিএনপি নেতারা।

গাংনীতে সাংবাদিক-পুলিশের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে সাংবাদিক ও পুলিশের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী যুবলীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার হাফিজুর রহমান কাজিপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বলে জানা গেছে।

শুক্রবার (৬ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কাজিপুর গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। হাফিজুর রহমান উপজেলার কাজিপুর গ্রামের গোলাম বাজার এলাকার দারজেলের ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) গাংনী থানা চত্বরে

ভ্যান চোর চক্রের গ্রেপ্তার হওয়া চার সদস্যকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন হাফিজুর। এ সময় সাংবাদিকরা ভ্যানচালক রবিউল ইসলামের কাছে ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হন। এ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর বাগ্বিতণ্ডা হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গেও অসদাচরণ করেন তিনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে (২০০৯ সালের সংশোধনী ২০১৩) তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে ইজতেমায় মুসল্লিদের ঢল, জুমার নামাজে অংশ নিলেন হাজারো মানুষ

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী আঞ্চলিক ইজতেমায় মুসল্লিদের ঢল নেমেছে। আজ শুক্রবার সকাল থেকেই মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মুসল্লি সমবেত হন। তাবলীগ জামাতের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এ ইজতেমা আগামীকাল শনিবার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে।

আজ শুক্রবার দুপুরে ইজতেমা মাঠে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজারো মুসল্লি অংশ নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. জামিনুর রহমান খান, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

ইজতেমা মাঠে মুসল্লিদের জন্য এলাকাভিত্তিক আলাদা জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মুসল্লিরা সেখানে

অবস্থান করছেন। শুক্রবার দিনভর মুসল্লিদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। আগামীকাল আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে আরও মুসল্লি আসবেন বলে আশা করছেন আয়োজকরা।

ইজতেমাকে কেন্দ্র করে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা। জেলা পুলিশের সদস্য, ফায়ার সার্ভিসের কর্মী এবং সাদা পোশাকের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে ইজতেমাকে ঘিরে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য অস্থায়ী দোকান। এসব দোকানে আতর, জায়নামাজ, পাঞ্জাবিসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সামগ্রী ও মুখরোচক খাবার বিক্রি হচ্ছে।

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসির উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ও ইংরেজি বিভাগ চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে ইউজিসির সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসলাম হোসেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে। এ সময় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ, ভৌত অবকাঠামো ও বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ড. জাকির, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ড. মো. কামরুল ইসলাম, ইউজিসির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. মহিবুল আহসান এবং সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো. নুর ইসলাম চৌধুরী। এর আগে প্রতিনিধি দলটি মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে উপাচার্য প্রফেসর ড. তোজাম্মেল হোসেন তাঁদের স্বাগত জানান।

পরিদর্শন শেষে ইউজিসির সদস্য ও প্রতিনিধি দলের প্রধান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসলাম হোসেন বলেন, বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে তাঁরা দুটি বিভাগ চালুর বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা যাচাই করতে এসেছেন। সরেজমিনে পরিদর্শনে পাওয়া তথ্য ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় জায়গা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। বরং প্রয়োজনের তুলনায় জায়গার পরিমাণ বেশি থাকায় বিষয়টি তাঁদের ভালো লেগেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির অধীনে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফ্যাকাল্টি অব আর্টসের অধীনে ইংরেজি বিভাগ চালুর লক্ষ্যে ইউজিসি এ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। কমিটির পরিদর্শন ও সুপারিশের ভিত্তিতে বিভাগ দুটি চালুর বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে গ্রহণ করলেন সনদ

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি সিজন-১’-এ সারা দেশ থেকে নির্বাচিত সেরা ৪০ জন খেলোয়াড়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন মেহেরপুরের কৃতী কাবাডি খেলোয়াড় মীর সাফি আল হুদ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে খুলনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সনদ গ্রহণ করেন তিনি।

মীর সাফি আল হুদ গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মীর সাইফুল ইসলামের একমাত্র ছেলে। মেহেরপুরের মতো একটি মফস্বল এলাকা

থেকে উঠে এসে জাতীয় পর্যায়ে জায়গা করে নেওয়ায় আনন্দিত তাঁর পরিবার, শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

সনদ গ্রহণের পর নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে সাফি আল হুদ বলেন, “প্রায় এক বছর আগে মেহেরপুর থেকে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আমার এই যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রায় আমার বাবা সব সময় পাশে ছিলেন। মেহেরপুরের মতো একটি জায়গা থেকে জাতীয় পর্যায়ে যেতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি সবার দোয়া চাই।”

তিনি আরও বলেন, আগামীতে মেহেরপুরের নাম আরও উজ্জ্বল করতে চান তিনি।

তাঁর এ সাফল্যে গাংনীসহ পুরো মেহেরপুরের মানুষ গর্বিত। পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির প্রচারণা

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রচারণামূলক কর্মসূচি পালন করেছে জেলা বিএনপি। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের বড় বাজার এলাকায় পোস্টার লাগানো হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাল বিশ্বাস, বিএনপি নেতা নাহিদ এনামুলসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এ সময় অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের

ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এ দিবস জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার প্রেরণা জোগায়।

দিবসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে এ প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তিনি দিবসটি সফল করতে দলীয় নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস সিজন-২ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

খেলাধুলা শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং একটি সুস্থ, সুন্দর ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস (সিজন-২) উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ উপলক্ষে একটি র্যালি বের করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রূপায়ণ দেবের নেতৃত্বে র্যালিতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, অতিথি ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

পরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, নতুন প্রজন্মকে মাদক, অপরাধ ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প

নেই। খেলাধুলা শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। নতুন কুঁড়ি স্পোর্টসের মতো আয়োজন প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিভাবান শিশু-কিশোরদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

তিনি আরও বলেন, গ্রামের আনাচে-কানাচে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে, যারা যথাযথ সুযোগ ও পরিচর্যার অভাবে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় না। এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা বিকশিত হবে এবং জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ তৈরি হবে।

আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ সময় নতুন প্রজন্মের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সীমান্তের কাঁটাতারে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ, ৫০ বছর পর বাবার নিথর দেহ দেখলেন মেয়ে

সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল দীর্ঘদিনের পারিবারিক যোগাযোগ। অবশেষে বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ বছর পর শেষবারের মতো বাবার নিথর দেহ দেখার সুযোগ পেলেন বাংলাদেশে বসবাসরত বড় মেয়ে ফিরদৌসী খাতুন।

বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুরের মুজিবনগর

স্বাধীনতা সড়কের ১০৫ নম্বর সীমান্ত পিলারসংলগ্ন শূন্যরেখায় বাবাকে শেষবারের মতো দেখেন তিনি।

মৃত মোনরুদ্দিন শেখের বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ১০০ বছরের বেশি বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ছয় সন্তানের মধ্যে তাঁর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। সন্তানদের মধ্যে বড় মেয়ে ফিরদৌসী খাতুনের বিয়ে হয় বাংলাদেশের মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর নতুনপাড়ায়।

প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ বছর আগে ইসরাফিলের সঙ্গে বিয়ের পর বাংলাদেশে বসবাস শুরু করেন ফিরদৌসী খাতুন। পরবর্তী সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের পর বাবার বাড়ির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বাবার সঙ্গে সরাসরি দেখা কিংবা যোগাযোগের সুযোগ হয়নি তাঁর।

বাবার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর শেষবারের মতো তাঁকে দেখার সুযোগ করে দিতে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে শূন্যরেখায় সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়।

এ সময় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিজিবির মুজিবনগর কোম্পানি সদর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার এনায়েত হোসেন। অন্যদিকে ভারতের পক্ষে ছয় সদস্যের একটি দল উপস্থিত ছিল। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন এএসআই সুনীল কুমার।

দীর্ঘ কয়েক দশকের বিচ্ছেদের পর বাবাকে শেষবারের মতো দেখার এই সুযোগে সীমান্তের শূন্যরেখায় এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুরে নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে একজনের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□